দৈনিক
জনকণ্ঠ

22 APR 2016
76

নারী শিক্ষার্থীরাও ভর্তি হতে পারবে গাজীপুর ওআইসি ভার্সিটিতে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন বা ওআইসি পরিচালিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে প্রথমবারের মতো ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন নারীরা। গাজীপুরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন ছেলেরা পড়ালেখার সুযোগ পেলেও মেয়েদের জন্য সে পথ বন্ধ ছিল। তবে নতুন উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণ করার এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটে অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নারীদের পড়ালেখার পথ উন্মুক্ত করা হলো। একই সঙ্গে দুটি অনুষদ ও দুটি নতুন বিভাগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে সিন্ডিকেটে। সিন্ডিকেটের অনুমোদনে সন্তোষ প্রকাশ করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে এতদিন শুধু ছেলেদেরই ভর্তির সুযোগ ছিল

নারী শিক্ষার্থীরাও

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

আহমেদ নূর বলেছেন, এখন থেকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও ছাত্রীরা পড়ালেখার সুযোগ পাবে। এতদিন সেই সুযোগ ছিল না। একই সঙ্গে নতুন দুটি অনুষদ ও বিভাগ চালু করারও সুফল পাবে শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য বলেন, আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেই এ দুটি বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম। সেটা করা সম্ভব হয়েছে। এখানে এতদিন কোন অনুষদ ছিল না। ছিল কেবল বিভাগ। নতুন সেশনে অতিরিক্ত ২১৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে বলে জানান বিশিষ্ট এ প্রকৌশলী ও শিক্ষক নেতা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৪তম সিন্ডিকেট সভা বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় 'প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ' এবং 'বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা অনুষদ' নামে দুটি অনুষদ চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য স্নাতক প্রোগ্রামের পাশাপাশি 'ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং' ও 'ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ইন টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট' নামে দুটি প্রোগ্রাম চালুর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে (২০১৬-২০১৭) স্নাতক প্রর্যায়ে ওআইসির সব সদস্য দেশ হতে ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি গাজীপুর জেলায় অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মূলত একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা তথা ওআইসির হাতে এবং এর লক্ষ্য ওআইসিভুক্ত সকল রাষ্ট্রের ছাত্রদের জন্য পড়াশোনার সুব্যবস্থা করা, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এগিয়ে নিয়ে আসা।

জানা গেছে, ওআইসির ৫৭ দেশের ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। ১৯৭৮ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নবম বৈঠকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রকৌশল ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের গাজীপুরে এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রদান করা ৩০ একর জমিতে ১৯৮১ সালের ২৭ এ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ওই সময় এটির নামকরণ করা হয় আইসিটিভিটিআর।

১৯৯৪ সালে মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কায় মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ২৩তম বৈঠকে এর নাম ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হিসেবে পরিবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ২৫-২৭ জুন মালিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ২৮তম বৈঠকে এটির নাম পুনরায় পরিবর্তন করে বর্তমানের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে রূপান্তর করা হয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ আছে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশন, ইসলামিক উম্মাহর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেডারেশন, এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশনের। এ ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকধারীরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সদস্য হতে পারে।

আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নতুন উপাচার্যের সাক্ষাত ॥ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর ঢাকায় আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ড. সাঈদ বিন হাজার আল-সেহীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাত করেছেন। রাষ্ট্রদূত উপাচার্যকে ২০১৬ আর্থিক বছরের জন্য একটি চেক হস্তান্তর করেন। এ জন্য উপাচার্য রাষ্ট্রদূত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য রাষ্ট্রদূতকে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূতক শিক্ষার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। উপাচার্য রাষ্ট্রদূতকে ইউনিভার্সিটির বৃত্তিমূলক তহবিলে অবদান রাখার জন্য আবেদন জানান। রাষ্ট্রদূতও উপাচার্যকে তার সরকারের সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশা দেন।